তারিখ ... 24 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

দৈনিক খবর

১৯

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

কোন কারণ না দেখিয়ে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়নি

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

প্রতি বছর শতকরা ৭০ ভাগের বেশী শিশু পঞ্চম শ্রেণী পেরুবার আগেই স্কুল ছাড়ছে। এদিকে কোন কারণ না দেখিয়েই গত দু'টি পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়নি।

দেশের সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতির মূল্যায়ন রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করে একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলেছে, ২ হাজার সাল নাগাদ জনসংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া অতিরিক্ত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে হলে

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

কোন কারণ না দেখিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বর্তমানের চেয়ে আরো ৩২ শতাংশে বাৎসরিক ব্যয় বাড়াতে হবে। এ জন্যে বার্ষিক মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় করতে হবে ৬শ' ৪৯ কোটি টাকা। সেই সাথে চলতি ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর ২ হাজার ৮শ' স্কুল এবং ১৪ হাজার শিক্ষক তৈরী করতে হবে।

এ রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক তোড়জোড় সত্ত্বেও শতকরা ৭০ ভাগের বেশী শিশু পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে শতকরা ৯ দশমিক ৯৬ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শতকরা ৯ দশমিক ৮৬ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণী থেকে শতকরা ১২ দশমিক ৪২ ভাগ, চতুর্থ শ্রেণী থেকে শতকরা ১২ দশমিক ৪০ ভাগ ও পঞ্চম শ্রেণী থেকে শতকরা ১২ দশমিক ৮২ ভাগ শিশু স্কুল ত্যাগ করে। প্রাথমিক স্কুলত্যাগী শিশুদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী।

এদিকে গত দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়নি। এ জন্যে দেখানো হয়নি কোন কারণ। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) সার্বজনীণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প প্রবর্তনের জন্যে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩শ' ৬৩ কোটি টাকা এবং প্রকৃত বরাদ্দ ছিল ১শ' ৫০ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয় মাত্র ১শ' ৩১ কোটি টাকা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫শ' ১২ কোটি টাকা। প্রকৃত বরাদ্দ হয় ২৮০ কোটি টাকা এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ব্যয় ধরা হয়েছে ২শ' ২৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পূর্ত কাজের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ৫১ ভাগ পূর্ত কাজে বরাদ্দ করা হয়। অবশ্য এ খাতে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থ কোন সময়ই বরাদ্দ হয়নি। উপরন্তু ব্যয়কৃত অর্থের কত অংশ প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংশয় রয়েছে।

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, শতকরা ১ দশমিক ৯ ভাগ হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ২ হাজার সাল নাগাদ বর্তমান ভর্তির হারেই প্রাথমিক শিশুর সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৮১ লাখ। এই অতিরিক্ত শিশুর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার বর্তমান হার অনুসারেই আরো ২৮ হাজার স্কুল ও ১ লাখ ৪২ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে চলতি বছর থেকে প্রতি বছর ২ হাজার ৮শ' স্কুল ও প্রায় ১৪ হাজার ২শ' ৫০ জন শিক্ষক তৈরী করতে হবে। এ জন্যে বার্ষিক মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় করতে হবে ৬শ' ৪৯ কোটি টাকা। ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪শ' ৯২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২ হাজার সাল নাগাদ গড়ে শতকরা ৩১ দশমিক ৫ ভাগ বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।